بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। জামাতের বন্ধুদের কাছে দোয়ার উপর জোর দেওয়ার আন্তরিক তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।
তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

আজকে আমি আমার খুতবায় পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও গুণাবলী উল্লেখ করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম পবিত্র কুরআনের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমি সত্য বলছি পবিত্র কুরআন এমন একটি নিখুঁত ও মহান গ্রন্থ যার সাথে অন্য কোন গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। তিনি (আ.) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, বেদে কি এমন কোন 'শ্রুতি' আছে যা হুদাল্লিল মুত্তাকীঈনা'র সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? মৌখিক স্বীকারোক্তি যদি এমন কিছু হয়, অর্থাৎ তার ফল ও ফলাফলের কোনো প্রয়োজন না থাকে, সেক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব সর্বশক্তিমান খোদার কোনো না কোনো রূপে স্বীকার করে এবং ভক্তি, ইবাদত, দান-খয়রাতকে উত্তম বলে মনে করে এবং কোনো না কোনোভাবে এই জিনিসগুলির অনুশীলনও করে থাকে। হিন্দুদের উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, তাহলে বেদ দুনিয়ার জন্য কী করেছে? নয়ত প্রমাণ কর, যে জাতি বেদে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যেকার পুন্যের চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন যেখান থেকে শুরু করেছেন, তিনি অবশ্যই সেই অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা আত্মা অবশ্যই দাবি করে। তাই, সূরা ফাতিহাতে, তিনি ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাক্বীম শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, দোয়া কর, 'হে আল্লাহ্, আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন।' মানুষ হেদায়েত লাভের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাদের সরল পথে পরিচালিত করবেন, যা পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং সম্মানলাভকারীদের পথ। এই দোয়ার

সাথে সাথে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন যে, যালিকাল্ কিতাবু লা রায়বা ফিয়হি হুদাল্লিল মুত্তাকীঈন- একদিকে যেমন হেদায়েত লাভের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন, ঠিক তেমন তা অর্জনের জন্য তিনি একটি কর্মপরিকল্পনাও দিয়েছেন, তা অনুসরণ করলে মুত্তাকীরা হেদায়াত লাভ করবে। যেন আত্মা প্রার্থনা করে এবং একই সাথে গ্রহণীয়তা তার প্রভাব দেখায়। আর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হয় পবিত্র কুরআন নাযিলের মাধ্যমে। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র রহমত ও করুণা যে তিনি আমাদের এ বিষয়ে অবগত করে দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবী এ সম্পর্কে বেখবর ও গাফেল। তারা এ পথ থেকে দূরে থেকে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি আবারও বলছি যে, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মুত্তাকিদের গুণাবলীকে গৌণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে রেখেছেন। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি এর উপর ঈমান এনে এটাকে তার হেদায়েতের মাধ্যম তৈরী করে, তখন সে হেদায়েতের সেই উচ্চ স্তর ও মর্যাদা লাভ করে যা হুদাল্লিল মুত্তাকীঈন' এর মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা একটি নিখুঁত শিক্ষা। যুগের চাহিদা অনুযায়ী মহানবী (সা.)'র আবির্ভাব একেবারে উপযুক্ত সময়ে হয়েছে, যা আল্ইয়া ওমা আকমালতু লাকুম দ্বীয়নাকুম -এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেন সে সময়ের অবস্থাই ছিল মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রধান দলিল। তিনি (আ.) বলেন, এই অধ্যায়টি হল নবুওতের দ্বিতীয় অংশ। পরিপূর্ণতা এটা ছিল না যে সূরা অবতীর্ণ করে দিয়েছেন, বরং এর মাধ্যমে তিনি আত্মার পরিপূর্ণতা এবং হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার অবস্থা সুসম্পন্ন করে দিয়েছেন। বর্বর থেকে মানুষকে বুদ্ধিমান, নৈতিক ও খোদাভীরু মানুষ বানিয়েছেন। তিনি মানুষকে সভ্যতা ও আত্মশুদ্ধির উচ্চ মানের শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেগুলির শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নতি দান করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এমন কোন সত্য ও ন্যায় নেই যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয় নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আরেকটি ভুল অধিকাংশ মুসলিমরা করে যে, তারা পবিত্র কুরআনের চেয়ে হাদীসকে প্রাধান্য দেয়, যদিও এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত। পবিত্র কুরআনের একটি সুনির্দিষ্ট মর্যাদা রয়েছে এবং হাদীসের মর্যাদা ধারণাকেন্দ্রিক। হাদীস বিচারক নয়, বরং কুরআন তার বিচারক। সিদ্ধান্ত গ্রহণ কুরআনের কাজ এবং হাদীস হল পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। হাদীসকে সেই পরিমাণে বিশ্বাস করতে হবে যাতে তা পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে যদি এটি এর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা হাদীস নয় বরং একটি প্রত্যাখ্যাত কথা মাত্র। কিন্তু পবিত্র কুরআন বোঝার জন্য হাদীস আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে যে খোদায়ী হুকুম নাযিল হয়েছে, হুজুর পাক (সা.) তা বাস্তবিক রঙে দেখিয়ে কার্যত একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। এই মডেল না থাকলে ইসলাম বোধগম্য হতো না, কিন্তু আসল হলো কুরআন। কতিপয় আহলে কাশ্‌ফ (অর্থাৎ দিব্যদর্শী সাধক) সরাসরি মহানবী (সা.) থেকে এমন হাদীস শুনে থাকেন যা অন্যদের জানা নেই বা তারা বিদ্যমান হাদীসগুলিকে সুনিশ্চিত করে নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের সম্পর্কেও লিখেছেন, "আমিও মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে সরাসরি কিছু হাদীস শুনেছি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআনের বাগ্মীতা সম্পর্কে বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনের বাক্যগুলিতে এত বাগ্মীতা, উপযুক্ততা, নম্রতা, কোমলতা এবং উষ্ণতা রয়েছে যে যদি একজন সক্রিয় সমালোচক এবং ইসলামের প্রবল বিরোধী, যার আরবি বানান এবং ব্যাকরণের সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, উপযুক্ত শাসকের পক্ষ থেকে তাকে এই আদেশ দেওয়া হয় যে আপনি যদি বিশ বছরে পবিত্র কুরআনের দুই বা চার লাইনের সমতুল্য একটি নিবন্ধ তৈরি করতে সক্ষম না হন তবে এই কারণে মৃত্যুদণ্ড আপনাকে দেওয়া হবে, তথাপিও তিনি তা কখনই করতে পারবেন না, যদিও সারা বিশ্বের শত শত আরবী ব্যাকারণের পারদর্শী

মানুষকে সে তার সাহায্যকারী বানিয়ে নিক না কেন। এটি পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর বাগ্মিতা। তিনি (আ.) বলেন, এটি কোনো কাল্পনিক অথবা অসার বিষয় নয়, বরং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে বিশ্বের সামনে এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বাগ্মীতা এবং আলঙ্কারিক বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের সাথে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের অনন্য সাধারণ বাগ্মিতার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একটি বৈঠকে বলেন: এখানে যত নিদর্শন ও আয়াত দেখা যাচ্ছে, সেগুলো আসলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা এবং মো'যেজা। এসব ভবিষ্যদ্বাণী আসলে পবিত্র কুরআনেরই ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা এগুলি হল তাঁর (সা.) অনুবর্তিতা এবং পবিত্র কুরআন-এর অনুসরনের ফল। এখন অন্য কোন ধর্ম নেই যার অনুসারী এবং মান্যকারীরা এই দাবি করতে পারে যে, তাদের ধর্মও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে বা এটি অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করতে সক্ষম, তাই এই আঙ্গীকে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা বিগত সমস্ত গ্রন্থের অলৌকিকতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আপনি যদি পবিত্র কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরাটিও লক্ষ্য করেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে বাগ্মীতা এবং ভাষার অলঙ্কার ছাড়াও ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং শিক্ষার পরিপূর্ণতা এর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে। সূরা এখলাস দেখুন, এতে তাওহীদের সকল স্তর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সকল প্রকার শিরক্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। একইভাবে সূরা ফাতিহা দেখুন, কতই না আশ্চর্যজনক। একটি ছোট সূরা যাতে সাতটি মাত্র আয়াত রয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সমগ্র কুরআনের সারাংশ এবং মূল নিষ্কর্ষ বর্ণনা করে দিয়েছে। অতঃপর এতে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব; তাঁর গুণাবলী, দোয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং তার গ্রহনীয়তার মর্যাদা লাভের উপায়, মাধ্যমসমূহ, দোয়ার পদ্ধতি এবং ক্ষতিকর পথ এড়িয়ে চলার উপায় শিখিয়েছেন। আপনি অনেক বই-পুস্তক ও আহলে কিতাবদের দেখতে পাবেন যেখানে তারা অন্য ধর্মের ভুল-ত্রুটি বর্ণনা করে এবং অন্যান্য শিক্ষার সমালোচনা করে থাকে, কিন্তু এসব সমালোচনা পেশ করার সময় এর বিপরীতে কোনো ভালো শিক্ষা তারা তুলে ধরে না যে, যদি অমুক অমুক খারাপ কাজ থেকে বাঁচতে চাও, তাহলে এটিই হল উত্তম শিক্ষা। এটা কোনো ধর্মেই নেই। অপরদিকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব যে এটি যেখানে অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের ভ্রান্ত শিক্ষাকে উন্মোচিত করে, সেখানে এটি বাস্তবসম্মত ও সহজাত সত্য শিক্ষাও উপস্থাপন করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, কিছু অজ্ঞ লোক বলে যে আমরা পবিত্র কুরআন বুঝতে পারি না, তাই আমাদের এতে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি খুব কঠিন। এটি তাদের দোষ। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন ঈমানের বিষয়গুলো এমন বাগ্মীতার সাথে ব্যাখ্যা করেছে যে তা অতুলনীয় এবং এর যুক্তিগুলো অন্তরে প্রভাব ফেলে। কুরআন এতই অলঙ্কারপূর্ণ ও বাগ্মী যে আরবের বেদুইনরা যারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল তারা তা বুঝতে পেরেছিল, তাহলে তারা এখন কিভাবে তা বুঝতে পারবে না? সত্য ও সরল যুক্তি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান খোদা আমাদের শিখিয়েছেন যে একটি সহজ-সরল পথ বিদ্যমান। একজন ব্যক্তির উচিত পবিত্র কুরআন মনোযোগ সহকারে পাঠ করা। যদি সে তার আদেশ ও নিষেধগুলিকে যথাযথভাবে পালন করে এবং সেগুলো অনুসরণ করে তাহলে সে তার আল্লাহ্‌কে খুশি করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে পবিত্র কুরআন সত্য খোদাকে উপস্থাপন করে। মহান আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে পবিত্র কুরআন এমন কোন খোদাকে উপস্থাপন করেনি যার মধ্যে এমন নিকৃষ্ট গুণাবলী রয়েছে যে তিনি আত্মার মালিক নন, তিনি কাউকে রক্ষা করতে পারবেন না বা তিনি কারও অনুতাপ গ্রহণ করতে পারবেন না। বরং পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা, যিনি আমাদের

স্রষ্টা, মালিক, রিযিকদাতা, করুণাময় ও বিচার দিবসের অধিপতি। এটা বিশ্বাসীদের জন্য কৃজ্ঞতার জায়গা যে তিনি আমাদেরকে এমন একটি গ্রন্থ দিয়েছেন যা তাঁর প্রকৃত গুণাবলী প্রদর্শন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফতের পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের গুণাবলী ও মর্যাদা ভবিষ্যতেও ব্যাখ্যা করা হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বোঝার ও আমল করার এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

হুযুর আনোয়ার বাংলাদেশের জলসা সালানায় দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসীদের হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে এই জলসার আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দাঙ্গাবাজরা হামলা করলে পুলিশ অসহায় দর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং পরে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছিল। উপর থেকে আদেশ আসার পর অ্যাকশন নেয়া হলেও ততক্ষণে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চরমে পৌঁছেছিল। হুযুর আনোয়ার এ হামলায় শহীদ হওয়া জাহিদ হাসান সাহেবের শাহাদাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা অন্যায়কারীদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং আমাদের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ করুন।

দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার জামাতের সদস্যদের বলেন, এই দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বেশি বেশি জোর দিন।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার আলজেরিয়া নিবাসী জনাব কামাল বাদাহ সাহেব, কানাডার ডক্টর শামীম আহমদ মালিক সাহেবা, জার্মানির জনাব ফরহাদ আহমদ আমিনী সাহেব এবং কানাডার জনাব চৌধুরী জাভেদ আহমদ বিসমল সাহেবের উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণ করে এসব মরহুমদের জানাযার নামায পাঠ করার ঘোষণা প্রদান করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
10 March 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in